অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৩৮৹, ডাক মাশুল ৮৹, ত্রৈমাসিক ২৷৴৹, ডাক মাশুল ।৴৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৴৹আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ—৮ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ২১ শে মে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ১৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছু দিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবেনা। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশিরের মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল ইত্যাদি ॥৹ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কুষ্ট রোগের তৈল, সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন, (tooth powder) কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী এবং ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

ব্যায়াম শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

মূল্য ।৹ আনা। সংস্কৃত ডিপজিটারি ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরি ৯২ নং বহুবাজারে প্রাপ্তব্য।

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূল ১০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ... অবশিষ্ট আছে যাহার

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের

শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৴৹ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

জ্ঞানাঙ্কুরে স্বর্ণলতা নামে যে উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট ও হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵৹ আনা।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যানিং লাইব্রারি।

কলিকাতা।

জমিবিক্রয় বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাতকরা যাইতে... ছে যে ... ও জি, এ সার... কজ এনশল-... বিষয়ে কলিকাতায়

উদাসিনী গীতিকাব্য।

মুল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵৹ আনা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, অমৃত বাজার পত্রিকা আপিসে ও ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বর্ণলতা নাটক।

কম্বুলিয়াটোলা করেরমাট ২ নং ভবনে আমার নিকটে, বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় দূত পত্রিকা আফিসে, সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং গরানহাটা ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবেক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল /০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১)

বিজ্ঞাপন।

বৃহন্নলা নাটক।

শ্রীমদনমোহন মিত্র প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

৫৫নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রিট, বাল্মীকি যন্ত্রে ও অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে পাওয়া যায়।

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মুল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিকু... মার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ঐতিহাসিক ...হস্য।

প্র...ম ভাগ।

শ্রী...রামদাস সেন প্রণীত।

কলিকা... ৩১ বহুবাজার ষ্ট্রিট ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

This work is dedicated to Professor Max Muller.

৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর

বাহু বলই বল।

ইংরাজ জাতি যে ক্রমে পৃথিবীর অর্দ্ধেক অধিকার করিলেন, এ শুদ্ধ বুদ্ধি ও বিদ্যা কৌশলে নহে। বাহু বল ইহার প্রধান নিয়ন্তা। তাঁহারা যদি অদ্য তাঁহাদের সৈন্য দল দেশে প্রেরণ করেন, যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর ভয় দেখাইয়া আমাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। তাঁহারা সাহস করিয়া নিষ্পীড়ন ও অত্যাচার করিতে পারেন না।

প্রশিয়গণ যে ফ্রান্স অধিকার করিলেন সে কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যার কৌশলে নহে। বাহু বলই তাহার প্রধান কারণ। ফ্রান্সে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, বুদ্ধিমানও ছিলেন, অনেক বক্তা ছিলেন, প্রকৃত দেশ হিতৈষীও অনেক ছিলেন, লুই নেপোলিয়ান অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও বটে কিন্তু ইহা সত্বেও প্রশিয়ার অস্ত্রের সম্মুখে ফ্রান্স পরাভুত হইলেন, লুই নেপোলিয়ান দেশ ত্যাগী হইলেন।

আমেরিকা হইতে যে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গেল সেও ধর্ম্মের জোরে নহে। উত্তর আমেরিকাবাসীরা ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা দাস ব্যবসায় উঠাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করেন, কিন্তু শেষে যে উঠিল সে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা নহে। অস্ত্র যুদ্ধে আমেরিকার রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইল, দক্ষিণ আমেরিকা উচ্ছিন্ন গেল, সহস্র ২ পরিবার বিনষ্ট হইল, এবং দাস ব্যবসায় উঠিয়া গেল।

যে ইংরাজ জাতি এত অভিমানী ও অহঙ্কারী যে আমাদের ছাঁয়া উলঙ্ঘন করিতেও ঘৃণা বোধ করেন, তাঁহারা রুশিয়, আমেরিকা, প্রশিয়াকে গাঢ় সম্মান করেন। ইংরাজেরা ইহাদের কাহার নিকট বিদ্যা বুদ্ধি কি অন্য কোন অংশে ন্যুন নহেন। রুশিয়দিগকে প্রত্যুত ইহারা অর্দ্ধ সভ্য জাতি বলেন, কিন্তু ইহাতে পায় কি? রুশিয়গণ অধিক বলবান, তাহাদের বন্দুক নিঃসৃত অগ্নি দ্বারা ইংরাজদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সমুদয় ভস্মীভুত হইয়া যায়।

আবিশিনিয়দিগকে ইংরাজেরা অকারণে ধ্বংশ করিলেন, লুনিয়দিগকেও মিছামিছি একটী কারণে দেশচ্যুত করিলেন, কিন্তু যখন রুসির কৃষ্ণসাগর সক্রান্ত সন্ধি ভঙ্গ করিলেন তখন তাঁহাকে কথা বলিতে সাহস হইল না।

কাবুলের আমীর ভারি ক্ষমতাবান, কাবুলিগণ যোদ্ধা ও বলবান এবং ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল ভারতবর্ষবাসীদিগের নিকট হইতে রক্ত শোষণ করিয়া আমিরকে ...

ইংরাজদিগের ন্যায় বলবান হইতাম, তাহাদের ন্যায় অবিচলিত চিত্তে শত্রু সংহার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির আমাদের প্রতি ভক্তির উদয় হইত। এখন ইংরাজেরা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন সে দুর্ব্বল উপায়হীন দেখিয়া, আমরা যদি অসুরের ন্যায় বলবান হইতাম, কেহ অপমান করিলে হাতে হাতে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিতাম, যদি আমাদিগের অবয়ব দেখিয়া লোকের মনে ভয়ের উদ্রেক হইত, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতাম না। তাঁহারা আমাদিগকে ভয় করিতেন, ভক্তি করিতেন। (আয়ারলণ্ড বাসীদিগের অবস্থা আমাদিগের সমতুল্য। তাহারা ইংরাজদিগের অধীন, কিন্তু তাহারা বলবান। তাহাদের জিঘাংশা বৃত্তি ইংরাজদিগের ন্যায় প্রবল, তাহারা মনুষ্যের রক্ত পাত দেখিলে মূর্চ্ছিত হয় না, এবং এই নিমিত্ত ইংরাজেরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলেন, তাহাদিগকে একে একে প্রায় সকল রাজ নৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করিতেছেন এবং এখানে যে সমুদয় কঠোর আইন প্রচলন করিয়াছেন তাহার দশাংশের একাংশ সেখানে প্রচলিত করা ইংরাজদিগের সাধ্য হয় না।)

আমরা যখন পরিবার লইয়া রেল শকটে ভ্রমণ করি তখন আমাদের ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। অনেক সময় অপমানিতও হইতে হয়। আমরা সাহস করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে সাহেবদিগের সঙ্গে এক গাড়িতে চড়িতে পারি না। পথে কোন বিবাদ হইলে সেখানে সেক্সপেয়ারের নাটক পাঠ করিয়া কি বড় ২ অঙ্ক কসিয়া আপনার জাতি মান প্রাণ রক্ষা করা যায় না। সেখানে জয় মঙ্গল রসের কাজ নহে। কাল নিবারণী হলাহলের প্রয়োজন। যদি আমরা এ রূপ অবস্থায় অবলীলাক্রমে ফৌজদারির ২২২ ধারানুসারে কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে আর গাঁটির কড়ি দিয়া রেলের গাড়ীতে উঠিয়া ভয়ে কাঁপিতে হয় না, কড়ি দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া লুইস থিয়েটর হইতে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় না, অনেক ইংরাজ আর কথায় ২ "তোম" "তোম" বলিতে সাহস করেন না। আমরা বিড়াল, কুকুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সমুদয়কে সমান ঘৃণা করি। কিন্তু বিড়াল দেখিলে অনায়াসে পদাঘাত করি। কুকুর দেখিলে পদাঘাত করিতে সাহস হয় ... সাহায্য আবশ্যক করে ...

উ.লর প্রধান আড়ং বাখরগঞ্জ। এখানে পূর্ব্বে টাকায় ১৬ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইত, এখন চৌদ্দ সের বিক্রয় হইতেছে এটি প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ ও যত্নে লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কোথাও খারাপ হয় নাই। দ্বারভাঙ্গা সীতামারি এবং মধুবেণী প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা লোকের অধিক কষ্ট হইয়াছে এবং এক জন ডাক্তার এখানে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন। "সর্ব্বত্রই লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে এবং লোকের অবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করি তাহাতেই দেখি যে এক শত জনের মধ্যে ৪৯ জন স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, ২৯ জন প্রচুর আহার পায় নাই. ১২ জন প্রচুর আহার অভাবে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ দশ জন এবং অন্নাহারে প্রকৃত দুরবস্থাপন্ন কেবল দুই জন মাত্র।" লেপটেনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং সম্প্রতি অনেক গুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদের এক জন আত্মীয় ত্রিহুত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দুর্ভিক্ষের কর্ম্মচারী স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। তাঁহার মুখে যেরূপ শুনা গেল তাহাতে আর এক পসলা বৃষ্টি হইলে ও দিকের অন্ন কষ্ট অনেক কমিবে। তিনি বলিলেন যে ও প্রদেশে অপর্য্যাপ্ত আম্র হইয়াছে। এ সময় প্রয়োজন হইলে আম্র কাঁঠাল আহার করিয়া লোকে প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। যখন যশোহর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে নীলের অত্যাচারে লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনোপযোগী শস্য উৎপন্ন করিতে পারিত না, তখন প্রতি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষকদিগের অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে হইত এবং তখন তাহারা কাঁচা কাঁঠাল সিদ্ধ করিয়া ও পাকা আম কাঁঠাল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। এ বৎসর প্রচুর আম কাঁঠাল হওয়ায় যে লোকের অনেক ক্লেশের লাঘব হই... তাহার কোন সন্দেহ নাই। ত্রিহুত অঞ্চলে বিস্তর আম্র এবং সেখানে এত আম্র হইয়াছে যে এরূপ আর কখন দেখা যায় না। তাহারা বরাবরি যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সে বৎসরও আম্র আহার করিয়া আষাঢ় শ্রাবণ এবং ভাদ্রের কিয়দংশ জীবন ধারণ করে। এ বৎসর দু- র্ভিক্ষের সময় আম্রের দ্বারা যে তাহাদের ... উপকার ...

অনেক স্থলে উৎপন্ন করা যাইত। গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন ইহা দ্বারা স্থানে স্থানে পুষ্করণী পাতকুয়া খনন করিলে জল পাওয়া যাইত। ইহাতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোক আপাতত বিস্তর কাজ প্রাপ্ত হইত, জলকষ্ট দূর হইত এবং ভবিষ্যতের পক্ষে আবাদের বিস্তর উপকার হইত। যে যে স্থানে জলসিঞ্চনের প্রথা প্রচলিত নাই সেখানে ইহা অনায়াসে প্রচলিত করা যাইত। এবার অনেক স্থানে জলসিঞ্চন দ্বারা কতক কতক ধান্য রক্ষা হইয়াছিল।

সাহেবে সাহেবে লড়াই।

বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী নাইট সাহেব ও কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের প্রথম বিচারপতি ফেগান সাহেবে যে লড়াই আরম্ভ হয় তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ বিস্মৃত হন নাই। স্মলকজ কোর্টের পঞ্চম জজের আদালতে নাইট সাহেব বিয়াদবি করেন। প্রথম জজ এই নিমিত্ত তাহার নামে ফৌজদারিতে অভিযোগ করেন এবং তিনি মকর্দ্দমায় পরাজিত হন। ফেগান সাহেব মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া এ বিষয় লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকে অবগত করান। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বিচার করিয়াছেন যে, স্মল কজ কোর্টের প্রথম জজের পঞ্চম জজের উপর কোন আধিপত্য নাই, তাঁহারা আপন কার্য্য সম্বন্ধে সকলেই স্বাধীন। অতএব প্রথম জজের পঞ্চম জজের কার্য্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, তবে যদি নাইট সাহেব প্রকৃত কোর্টের কোন অবমাননা করিয়া থাকেন তবে পঞ্চম জজের তাহার প্রতিবিধান করা উচিত ছিল। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর যে এই হুকুম বাহির করিয়াছেন আর নাইট সাহেবকে পায় কে। তিনি ছেলে বেলা সম্ভবতঃ বড লড়িয়ে ছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার পিতা মাতা আদর করিয়া তাহার নাম নাইট রাখেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক লড়াই করিয়াছেন এবং জিতুন আর হারুন তাহার বিক্রম কিছুমাত্র কমে নাই। তিনি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের হুকুম শুনিয়া অমনি ফেগান সাহেবের নামে ফৌজদারিতে ইহাই বলিয়া অভিযোগের উদ্যোগ করেন যে ফেগান সাহেব মিথ্যা করিয়া ফৌজদারি মকর্দ্দমায় তাহাকে লিপ্ত করেন। নাইট সহেবের উকিলেরা ইহাতে সম্মত না হইয়া ফেগান সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠান যে তিনি নাইট সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন নচেৎ তাহার নামে নালিশ রুজু হইবে। নাইট সাহেব যেরূপ লড়াকু বলিয়া নাইট নাম পান, তেমনি জজ বাহাদুর ছেলে বেলা বোধ হয় ভীরু ছিলেন এবং স্কুলের ছেলেরা তাহাকে "ফেগ" "ফেগ" বলিয়া ঠাট্টা করিত এবং ইহা হইতেই তাহার নাম ফেগান হয়। তাহার পর যখন বড হলেন, লেখা পড়া শিখিলেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি হইল তখন যেমন আমাদের দেশে পেঁচ বড হইয়া পঞ্চানন হয়, তিনিও সেই রূপ ফেগ হইতে ফেগান হইলেন, সুতরাং নাইট সাহেব যে তাড়া দিয়াছেন ফেগান সাহেব অমনি থর থর করিয়া কাঁপিতে২ নাইট সাহেবের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নাইটেরা কেবল জয় চান এবং যে জয়ী হইয়াছেন নাইট সাহেব অমনি শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। নাইট সাহেব ও ফেগান সাহেবের তক রূপ হইয়া গেল, নাইট সাহেবের কিছু খরচ ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এবং ফেগান সাহেব ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন। কিন্তু পঞ্চম জজ জোন্স সাহেব মাঝের থেকে কেন এড়াইয়া গেলেন? যদি কেহ কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তবে জোন্স সাহেবই করিয়াছেন। তিনি যদি বিচারাসনে বসিয়া নাইট সাহেবের সঙ্গে হাস্য পরিহাস না করিতেন, আপনার আদলতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেন, তাহা হইলে নাইট সাহেব কখনই বিচারপতির সম্মুখে বসিয়া এরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। জোন্স সাহেব বিলাতি কি এ দেশীয় সাহেব তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি সাহেব অর্থী প্রত্যর্থী ও অপর অর্থী প্রত্যর্থীদের সঙ্গে এত ইতর বিশেষ করেন যে অনেক সময় লোকে বিস্মৃত হইয়া যায় যে তাহারা জোন্স সাহেবের নিজ বাটি না স্মল কজ কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কাছারিতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম কত গুলি মকর্দ্দমায় সাহেব বাদী কি প্রতিবাদী তাহা নিষ্পত্তি করেন। তাহার পরে এক তরফা গুলি নিষ্পত্তি করেন এবং শেষে অপর মকর্দ্দমার বিচার হয়। এরূপ পক্ষপাতিতা দেখানতে সাধারণের কিছু কষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু ইহাতে তাহার ইহা অপেক্ষা অনেক ক্ষতি হয়। যাহা হউক যদি মাঝে মাঝে সাহেবে সাহেবে মারামারি, ঝকড়া বিবাদ করেন তবে আমাদের একটী লাভ হয়। তাহা হইলে এ দেশের লোকে টের পায় যে সাহেবেরাও আমাদের মত মানুষ, তাহাদের মধ্যে বড় বড় লোকে বালকের ন্যায় বিবাদ করেন এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও রাগ দ্বেষ আছে।

ঢাকা হইতে "বান্ধব" নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার এক খানি অনুষ্ঠান পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আয়াতন রয়াল আট পেজী ফরমার দুই ফর্ম্মা। মূল্য ডাক মাসুল ছাড়া বৎসর এক টাকা। "নারী জাতি" বিষয়ক প্রস্তাবের গ্রন্থ কর্ত্তা বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ ইহার সম্পাদক। উহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন মত ব্যক্ত করা অসম্ভব। তবে কালী প্রসন্ন বাবুকে যাহারা জানেন তাহারা আশা করিতে পারেন যে এরূপ অনুষ্ঠানে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন। মূল্য এক টাকা মাত্র এবং আমাদের বিবেচনায় লোকে যদি এক টাকা প্রেরণ করিয়া গ্রাহক হইয়া পরে নৈরাশ হন তাহা হইলেও তাহাদের অতি সামান্য ক্ষতি হইবে।

বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দৃষ্ট হইবে যে বাবু দীনবন্ধু মিত্রের পরিবারের সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহার সমগ্র পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। ইহার মুল্য ছয় টাকা মাত্র নিদ্ধারিত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করাইয়াছি যে দীনবন্ধু বাবু পরিবারের কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, অথচ একটী বৃহৎ পরিবার প্রায় নিরুপায় অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ভরসা করি যাহারা দীনবন্ধু বাবুকে ভাল বাসেন, ও তাঁহার গ্রন্থের অনুরাগী, তাঁহারা সকলেই ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন। আমাদের এক শত জনের মধ্যে অন্যূন দশ জন আছেন যিনি অনায়াসে এরূপ মহৎ উদ্দেশে ৬ টাকা ব্যয় করিতে পারেন এবং তাহারা যে ছয় টাকা ব্যয় করিবেন তাহা দান করিবেন না। তাহারা এই মাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে দীনবন্ধু বাবুর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ গুলি ক্রয় করিবেন এবং আমাদের বিবেচনায় দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ বাঙ্গালির সকলেরই ঘরে থাকা নিতান্ত উচিত।

ও ডোলেন সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে কাগজ পত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে উহার প্রকৃত অবস্থা কাহার বোধগম্য হওয়া কঠিন। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুইটী রাজনীতি অবলম্বিত হয়। সার জর্জ ক্যাম্বেল রফতানি বন্দকরার প্রস্তাব করেন, লর্ড নর্থব্রুক উহার প্রতিবাদ করেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল প্রথমাবধি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা রূপ বন্দবস্তের প্রস্তাব করেন, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক তাহা গ্রাহ্য করেন না, তাহার পর গবর্ণর জেনারেল ক্যাম্বেল সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন, অথচ যে কাগজ পত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে লর্ড নর্থব্রুকের প্রস্তাবানুসারে সমুদয় কার্য্য হইতেছে। কাগজ পত্র পড়িলে ইহার প্রকৃত অবস্থা কিছু মাত্র অবগত হওয়া যায় না। ইহা যেরূপ পক্ষপাতীরূপে লেখা হইয়াছে তাহাতে ইহাকে লর্ড নর্থব্রুক প্যাম্ফেলেট বলিলেও হয়। অতএব যাহাতে প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায় তাহার কোন বন্দবস্ত করা কর্ত্তব্য। ও ডোলেন সাহেবের প্রস্তাব পারলিয়ামেণ্টে গ্রাহ্য হয় নাই। সার জর্জ ক্যাম্বেল বিলাতে গমন করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত সকলে না বলে যে দুর্ভিক্ষের সমুদয় যশ তাঁহার, তত দিন তিনি ছাড়িবেন না। এখানে তিনি সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়া গবর্ণর জেনারেলকে কথায় কথায় জব্দ করিবার যত্ন করিতেন। এখন ত তিনি স্বাধীন হইয়াছেন! যদি তিনি পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন তবে লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার একরূপ অধীন হইবেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে লর্ড নর্থব্রুককে সত্বর ছাড়িবেন এরূপ বিবেচনা হয় না।

ফ্রান্সের ডাক্তার বুসো বলেন যে তিনি খ্যাপা কুকুরের দংশন প্রভৃতির ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং আমাদের এই ঔষধটীর উপকারিতার বিষয়ে বিশ্বাস হয়, কারণ এদেশের সর্প চিকিৎসকেরা ঐ রূপ চিকিৎসা অবলম্বনে অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হয়। সর্প দংশনে যে লক্ষণ গুলি লক্ষিত হয় খ্যাপা কুকুর দংশনেও তাহার অনেক গুলি দেখা যায়। সর্পের দংশনে গলার নালি ছোট হইয়া যায় ও সেই জন্যে পানীয় দ্রব্য অধঃকরণ করিতে কষ্ট অনুভব করে। কুকুরের কামড়েও তাহাই হয়। সর্প দংশনে বিষ কিয়ৎ কাল নির্জ্জীব অবস্থায় শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে, কুক্কুরের কামড়েও এই রূপ হয়। তবে সাপের কামড়ে দুই চারি মিনিট থাকে ও কুকুরের কামড়ে দুই চারি মাস থাকে। ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা গরম জলের ভাবরা দেওয়া। কুকুরে প্রথমে কামড়াইলে এই রূপে প্রত্যহ সাত বার ভাবরা লইতে হইবে এবং রোগী খেপিয়া উঠিলে ভাল করিয়া পোনর কি কুড়ি মিনিট অন্তর ভাবরা দিতে হইবে।

হ্যাকনিতে যখন ফসেট সাহেব মনোনীত হন সে সময় সেখানে এক জন ভারতবর্ষবাসী এ দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে ফসেট সাহেব পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইলেন শুনিয়া ভারতবর্ষের বিশ কোটি লোক আনন্দিত হইবেন। ইহা দেখিয়াও ইংরাজেরা আমাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে চান না।

বৈশাখ মাস হইতে "আর্য্য দর্শন" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

গাড়ী রিজার্ব করা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১লা জুন ও তাহার পর হইতে যাহারা গাড়ী রিজার্ব করিবেন তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যেক রিজার্ব করা কম্পার্টমেণ্টের নিমিত্ত পাঁচ টাকা কম ভাড়া লওয়া হইবে।

সিসিল ষ্টিফেন্‌সন।

কলিকাতা, ১৮ মে। ১৮৭৪

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY 21st *May* 1874.

The *Christian Herald* says :—We are exceedingly grieved and surprised at the result in which this case has terminated. We happened to be present at the trial of Mr. Banerjea and watched with care all the proceedings connected with it from the beginning to the end but the thought never occured to us for a moment from the state of evidence that was adduced by the prosecution that he could possibly be convicted of falsehood or dishonesty. That Mr. Banerjea has been guilty of gross irregularities and culpable carelessness in the discharge of his duties as a Magistrate we do not deny, but we are still of opinion, notwithstanding the concurrent verdict of no less than four such high authorities as the Commissioners who tried him, his Honor the Lieutenant Governor, His Excellency the Viceroy, and the Secretary of State for India, that he is innocent of the falsehood and dishonesty of which the verdict of the Commissioners make him guilty." Indeed we heard the same thing from some who were present at the trial. The Government prosecutor was himself doubtful as to the result and Mr. Montriou the Barrister who defended was confident of his client's escape. When the trial was ended people were agreeably surprized to find that Babu Shurendra Nath Banerjee was not so guilty after all and it was announced in the Newspapers that he was proved innocent.

Some of our Muffosil Towns are actively engaged in applying for the introduction of elective system in their Municipalities. In the small Town of Joynagore there was a meeting convened for the purpose, there was also a meeting held at Santipore ; a memorial has been already submitted by the people of Howrah ; the people of Krishnagore long ago expressed their willingness to have the elective system introduced and the other day, the association at Dacca came to the same resolution. In the meeting the gathering was large, there were present Europeans and Natives and representative men from every *mahalla* of the city. Thanks were given to Government, which would have very much pleased Sir George Campbell if he had been here, for the boon, and members were deputed to wait upon the Magistrate. Some Muffosil Towns are also busily engaged to take definite steps in the matter and we expect at least half a dozen of memorials within the course of two months. When Sir George Campbell sought the opinions of Heads of Districts whether the people were willing to have the elective system introduced, the Magistrates in a body declared that they were not, So much for the accuracy of Official Reports in General.

The writer in the *Oriental* "on the native Press of India " is a well informed, accomplished scholar but inimical to the interests of the natives. Though he does not say so much in words, it appears he would be very glad to have the native press gagged if possible. He thus describes how the natives first learnt to discuss Government measures freely and boldly :

The ill-feeling of the natives towards the Europeans arose notedly from the time when Lord William Bentink proposed to introduce what the English termed the Black Acts, that is, he proposed to introduce laws placing all, whether Englishman or native, under the same laws ; hitherto the Englishman could only be tried before the British Judges of the Supreme Court of Calcutta. The proposed laws would render him liable to be tried by native judge, a thing offensive to the last degree to the Englishman, who looked upon himself as belonging to a dominant and privileged class in India.

The effect of this proposed measure will illustrate our position how readily native opinion is educated especially in the directions hostile to the English The natives had never complained of the Englishman : they thought it but natural that he should be privileged as a member of the conquering tribe. But when these laws explained to them how just in principle it was that all should be equal before the law, they instantly seized upon the idea, and set themselves strongly in opposition to the English,. who were horror struck not only at the prospect of a loss of position, but of being made subject to corrupt native Courts and the enmity of the natives themselves.

The clamour of the English was resented by the natives ; the m[illegible] followed, and increased the [illegible] had feel[illegible] but the rancour culminated in Bengal from the time of the unfortunate Indigo ryots, which caused so much excitement thirteen years ago.

Under the influence of popular passion, and not, it must be admitted, without considerable provocation, the native press then broke out into a storm of invective against non-official Englishmen, which has never since entirely subsided. It learned how far it could go, and though Indigo oppression in Bengal has long become a thing of the past, the old awe then destroyed will never be restored, and the knowledge and power then acquired will never be lost.

The native mind has not yet reached that stage of culture at which one comes to understand that the weakest of all arguments are insinuation and abuse. Nor, if the strength of an argument is measured by its practical effect, is it at all certain that this this is true, or likely ever to be true of arguments addressed to a native public. Modes of appeal, which to an educated man would appear contemptible, and logic which he would accept only as evidence of the worthlessness of the cause it was intended to support, carry irresistible conviction to the minds of the ignorant : and, in judging what degree of influence the writings of native journalists are likely to exert, Englishmen have to consider, not their intrinsic merit, or the effect they produce on themselves, but the impression they are likely to make upon those to whom they are addressed.

Quite true ; it was the indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitations. Indeed that was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revolution it will be to free the nation from the death gripes of the all-powerful police and district Magistrates. Nothing like oppression ! It was oppression which brought about the glorious revolution in England and it was oppression of half a century by indigo planters which at last roused the half-dead Bengallee and infused a spark in his cold frame. The writer is very anxious to find a means to check the rapid growth of the native press. We shall suggest a sure and simple way. Cease to oppress. And then the native press if it lives after this will leave politics to the dogs and stick to early and widow marriages and such other social subjects. Gagging won't help you, it would only create a nation of Hindoo wahabees. The writer further alleges that the native Press avoids intelligent criticism and sticks to insinuation and vituperations. Quite true in certain cases. They avoid intelligent criticism when they find that it is not wanted When our rulers found their arguments upon false premises, knowing them to be false, it would be mere waste of time to argue the matter. The Duke's despatch on the roadcess was so elaborately founded upon a false basis that we at once found that His Grace was very anxious to conceal the weak points of his arguments. What would be the use of pointing out mistakes to a man who already know them ? Then the Duke's despatch regarding the State Scholarships was merely a childish attempt at argument. Under such circumstances there is only one one way to meet the arguments by —insinuations and vituperations.

The *Indian Daily News* in reply to our article on Shurendra Nath admits, that the ruling race does not always look with favour upon the natural aspiration of natives for better employments, but it appears that our contemporary sticks to his opinion expressed in his previous article that the educated natives are morally stone blind and cannot distinguish right from wrong. Whenever a Court makes any unfavorable remark upon the character of a native of note, that serves as an excellent repast to a certain class of Englishmen. Unfortunately for us, Englishmen are not subject to the jurisdiction of native courts we mean not legally but practically, and so we cannot enjoy our repasts in our turn. About four or 5 years ago the late Dwarka Nath Mittra, when passing sentence upon Mr. Taylor, the Commissioner of Patna during the sepoy war, remarked that he had committed fraud, the English press supported him. That was an excellent repast which escaped the native press at the time. We could have easily deduced from that fact that Englishmen were incapable of distinguishing right from wrong. Most English Journals, have followed in the wake of the *Indian Daily News* and as a specimen of European good taste, European logic and English high morality we cull the following from an article which appeared in the *Civil and Military Gazette.*

"From obtuseness of their own character in regard to perception of the value of truth and honesty, they will probably be unable to see in the Baboo's conduct any sufficient reason for his dismissal, and there is just the chance therefore of his coming to be looked on as a victim to English prejudice. Indeed from the beginning of his career he has bid fair to be so regarded. That bother about his exact age struck the natives with the utmost astonishment, "What could it really matter after all ; if the place suits the man, the age can easily suit the place. Equivocation by which anything is to be gained is rather a virtue than otherwise. In Bengal it is a science. The English could only mean one thing when they raised such a cry about the elasticity of India arithimetic : they meant to keep natives out of the Service Now his dismissal is a proof of this ! ! Popul[ar] this view may become in neighbourhoods where Baboos most do congregate, it is a matter of some satisfaction to reasoning beings, that Baboo S. N. Banerjee has been treated from the first so *leniently.* A smarter, more clever, studious, and unprejudiced native could scarcely be found. His mental capacity might fit him for the most responsible posts in the country. In acquirements, even in abstruse English literature he is above the average of competition-wallahs ; merely as a native therefore he is at no disadvantage in respect to ability but he is at a disadvantage if as a native he should have still clinging to him the legacy of blindness of moral perception which has descended to him and to his countrymen, through long centuries of effeminacy and lying. If with his other acquirements he had only been sharp enough to see the estimation in which honour and truth were held among the English people, he might have made it a study to become a model for his brethren, and the leader of their *elite* in a new and unhoped-for career of honour and wealt. But the old leak, which was stopped with so much dfficulty at the outset of his voyage, has broken out afresh, and he sinks, not through force of waves and tempests, but through a defect in himself.

The possibility that in future mental ability will not be held sufficient to excuse want of moral rectitude, must open an alarming prospect to the ever-increasing tribe of Native office-seekers. Recent events have shown them that beyond all examination there is a Higher Standard of honour, which seems only invented as a bar to the Eldorado of influence, patronage, and profit that lies before them in the service. Yet if native office-seekers could only understand how eagerly that phenomenon, an "honest native," is sought after by Englishmen of all ranks in India, we firmly believe that they would soon discover practically the truth of the old proverb, that " Honesty is the best policy." Let some individuals try it. It would be very painful work at first, their heartstrings would be torn by being obliged, by their resolution, to let pickings go by to fall to some less noble hand. Dear old *dustooree* would be bid a long and lingering farewell.'

Come, come, dear pale faced red-haired fellow subjects ! Leave off this sanctimonious tone, we know very well what you are and you yourself know it as much. While you say that we are all scoundrels you at the same time admit that we are a very intelligent race of men. In that case you ought to consider that we can penetrate through your masks. That we have you very well know and hence proceeds the most part of your indignation against the Babus. When you come to preach to us of high morality, honesty, truth and so forth we no doubt admire your impudence, but we frankly tell you that you must seek some other way to impose upon us. That game you have played long enough upon the credulous and simple natives.

Famine Loot and Private Trade:—A correspondent informs us that the rate of the wages of the cooley on the famine works has been increased to about 10 Rs per month. It is not made clear why the rate has been increased. Another correspondent informs us that the sub-division officers have scarcely any power to check the regular *loot* that is going on all around. The superintendents of relief circle draw money from the subdivisional treasuries at their own sweet will, the subdivisional officer must supply them with money for the question is between life and death. The superintendent[s] are incessantly drawing money and they d[o] not care to submit any account, and if they are pressed hard their usual answer is " can't do it ; pressure of work " The higher officers have no leisure to attend to these accounts and if they can make time it is absolutely impossible for them to check them. Now, there are such 250 centres in Tirhoot, where it is said upwards of a lac of men are receiving relief. We do not know how if superintendents are determind to steal, they can be detected. What the actual number is, is not counted, and cannot be counted, a[nd] the higher officers insist, it is not very d[i]ff[icult] for the superintendents to procure from neig[h]bouring villages the number wanting to m[ake] up the list. An eye witness said that he s[aw] the dodge played under his own eyes. The sa[me] gentleman told us that there are centres un[der] superintendents where no relief whatever [is] given, but yet a monthly bill amounting [to] thousands is submitted. The higher offic[ers] most probably know all these but either do n[ot] see any harm in it or tacitly allow such procee[d]ings because they can not help it. Perha[ps] they think that in a great undertaking it [is] impossible to check waste and *loot.* Perh[aps]

they think that what is stolen by Europeans is not to be considered as lost.

Then, in the Patna Division alone, the number on the relief work is upwards of 9 lacs. The number is a very large one and it is the duty of the Government to give full explanation how such a large number of men were collected. At one time the rate of wages was reduced and the result was that the works were deserted by large numbers. This fact creates a strong suspicion in the mind that the men were tempted from their house. We find it recorded that 912,074 men were working on the fields in the Patna Division. Now is this a correct number? Sir Richard Temple did not count the number himself, neither did Mr. Metcalfe, neither did any higher officer. The numbers are kept by overseers and under such circumstances belief in their accuracy does not come in the mind.

The *loot* by the contractors first noticed in these columns is now a well known fact. The contractors have made lacs and made themselves rich within the course of a couple of months. But for this *loot* the contractors can scarcely be held responsible. They took contracts and are fairly making money, and if any body is to be blamed it is the Government which gave such advantages to them. But then the contractors have been helped in other ways. They pressed carts, bullocks and donkeys and Government helped them to do it. We do not know whether these pressed cartsmen were paid, in some instances, to our certain knowledge, they were not. Thus loot is going on in every department of famine operations and that the process can be more vigorously pursued the rate of wages has been increased. It would thus increase the receipt of low famine officers and keep the coolies from deserting from their works. We now clearly see why there was such a search after European officers so that even Lal Bazar Jack was made to dress respectably and assume responsible duties. *Loot* is not *loot* when it is made by Europeans, for then the revenues of India go to their proper place. Who cares for the revenues of India, not the Europeans who are not required to pay anything? And if government borrows eight millions it is the natives who will be made to pay. Was there ever such a jobbery committed in the name of philanthropy? Famine may or may not be true but there is not the slightest shadow of doubt that thousands have been enriched. The present suffering of Bengal is very great; rice is selling every where at least 3 to 4 Rs. per maund. There are many who cannot afford to pay such high price and are starving in Bengal. Now why this high price here? It is because Government has thought fit to keep useless a large quantity of rice in hand.

Let the coolies be fed to their fill, let them at least once in their life enjoy a ful meal, let them have 10 or 15 rupees per month if they do not choose to serve under less a sum, but was it for this, that loafers might be enriched, that men from all parts of the world made their charitable donations? It was not to feed Jack that Raja Komul Krishna gave away his ten thousands. But the authorities must look sharp; if by increasing the rate of wages they prevent the coolies to attend field works and thus put a stop to cultivation even the large quantity of rice that they have in store might not be sufficient to keep the people alive.

The time is not as yet come to discuss what incalculable mischief Government did by stopping private trade. The time will come however. The Government is already anxious to defend its policy and in the last narrative we find Sir Richard stating that "the fact that prices have more than once risen to famine rates, 6 and 7 seers of rice per rupee, at the two capitals of Tirhoot namely Darbhanga and Mozzefferpore, under the freest action of trade, alone shows what the prices would have been in the interior and what disastrous effects would have ensued, but for the Government operations." It is impossible to combat an indefinite statement like the above. When was it, when was the trade free and when did the price of rice rise in Tirhoot to 6 to 7 seers per Rupee? In another part of the narrative it is stated that "up to the end of January, Government had taken up but a small part of the carriage, the greater part being available to traders if they could succeed in engaging it.' It appears therefore that the price rose somewhere between December and January. The *Calcutta Gazette* with the price current is before us. We find in the *Gazette* of the 24th December which was compiled on the 21st the quotation to be $10\frac{1}{2}$ seers per rupee. In that of the 31st December the same, in that of the 7th January, the same rate and in that of the 14th the same rate. The *Calcutta Gazette* is also a Government paper and we do not know which to believe, the *Gazette* or the statement of Sir Richard Temple.

If the Government would condescend to be more definite in their statements we could then understand their value. His Honor further said:—

"Without undertaking to say whether private trade would have made use of the abundant local carriage of Tirhoot, if Government had not taken it up, I must observe that, up to the end of January, Government has taken up but a small part of the carriage, the greater part being available to traders if they could succeed in engaging it. Up to that time, however, private trade did not undertake much in that district. The field was open then, but it was not occupied.

"Owing, however, to the early completion of the transport work everywhere, except in East Tirhoot and in the Brahmapooter valley, the greater portion of the vast amount of carriage recently employed by Government is now liberated for the service of any traders who can succeed in engaging it.

The tens of thousands of carts lately in the service of the Government, or of its contractors, in Sarun, Chumparun, West Tirhoot, Bhagulpore, Purneah, Dinagepore, are now available. Further, a large amount of Government reserve carriage, collected beyond the limits of Bengal, is now employed in Tirhoot, liberating *pro tanto* the local carriage for the use of trade."

His Honor said that private trade did not undertake much in that district. What the precise meaning of His Honor's statement is we do not understand. Private trade kept the bazar supplied, that it did, and it was not the function of private trade to shew a long array of carriages and contractars and relief centres. Up to the end of January, there was no death in the district and that is a proof that private trade did its duty, it supplied according to demand. It was when the government raised the hue and cry and engaged lacs of carriages that grain began to become scarce though the fields in Patna began to yield a magnificient cold weather crop. Indeed a portion of the carts have been set free now, but it will take some time before traders engage them. No trader will dare to import grain with considerable risk to a district considered to be striken while there is an enormons quantity of government grain available to the public, and when millions are being fed gratuitosly by a kind and generous government.

SHURENDRA NATH BENERJEE—Englishmen would persuade us to believe that the native civilian was leniently dealt with from beginning to end and would devour us with fury if we shewed any sympathy for that man. Sympathy for crime shews a strong criminal tendency and a sad want of moral perception. This is their so-called high ground from which they preach to us sermons and pour forth their invectives. In the Orton or Sir Roger case, for we do know which is which, half of England swearing on this side and half on the other, three English Judges pronounced sentence upon Orton and he was proved guilty of perjury. These three Judges are all Englishmen, and far abler and more experienced men than the three commissioners appointed by Government to try the case of Shurendra. Orton was found guilty by he highest tribunal in England and punished, yet the sympathy for Orton remains unabated and belief in his innocence remains unshaken. In the case of Shurendra Nath the Judges who tried him are all foreigners and as such cannot nspire the nation with as much confidence, as the Judges who tried Orton ought to have done the people of England. The Judges then in the Orton case had no private interest to serve and we shall see whether so much can be said of the commissioners who tried Shurendra Nath. It is proper that the commissioners should be tried before we go to analyse their judgement.

It was during the administration of Lord Cornwallis that the natives were excluded from all power and posts of emolument. Mr. Marshman thus delivers himself on the subject in his later history. "In the criminal department the only native officer entrusted with any power was the daroga upon an allowance of 25 Rs a month. In the administration of civil justice, cases of only the most trivial amount were made over to a native judge, under the title of Moonsiff; but while the salary of the European judge was raised to 2500 Rupees a month, the Moonsiff was deprived of all pay, and left to find a subsistence by a small commission in the value of suits, in other words, by the encouragement of litigation. Under all former conquerors civil and military offices with few exceptions were open to the natives of the country who might aspire with confidence to the post of minister and to the command of armies. But under the impolitic system established in 1793 the prospects of legitimate and honorable ambition were altogether closed against the natives." Previous to this the natives enjoyed magnificent salaries and high powers; the Foujdars or magistrates drawing 5 to 6 thousand Rupees a month and the Naib Dewan of the Province 9 lacs a year! This was then the first blessing which the British rule brought into the province.

Thus matters remained till 1831 when the Principal Sudder Ameens were created. The *dargas* however remained the same, and their pay was not increased till a later period, but in the criminal department darogaship remains to this day the maximum lift of of a native police officer. But the higher posts all along remained in the hands of the rulers. Till 1854 the Civil Posts were under the patronage of the court of Directors, when a system of competitive examination was introduced. After the suppression of the Sepoys the Queen took the government of India into her own hands and issued a most generous proclamation promising never more to make any distinction between natives and Europeans. In 1858 the Civil Service Commissioners were appointed and thus at last the much coveted posts were nominually thrown open alike to the natives and Europeans. We said nominally, because yet the natives had to pass through insurmountable difficulties before reaching the goal and getting an employment in the civil service. The ideas of caste then held a stronger sway over the minds of the people, the passage was difficult and long, the expences very great. It was ruled that one must pass an examination in England and to England a native must go if he aspires to enter into the civil service. The maximum limit of age fixed at first was 23, it was raised to 24 in 1859. In 1863 a native of Bengal passed in the Civil Service. The maximum limit of age fixed at first was 23, it was raised to 24 in 1859. In 1863 a native of Bengal passed in the civil Service examination, he came here but was banished to Bombay and never entrusted with executive work. In 1863 the native passed and in 1864 the maximum age was brought down to 21.

There was another native candidate present, but at the last moment the commissioners reduced the numbers assigned to Sanscrit and Arabic, and thus the native was plucked. Previously the second examination was held in India but it was now ruled that this examination should be held in England too! But while the Civil Service Commissioners were intrenching the Civil Service and founding successive outerworks, Sir Northcote had generously and unwisely opened another passage by which the natives might enter. He had founded the State Scholarships and natives availing themselves of these schorlarships proceeded to England, competed for the Civil Service and succeeded. This was an unexpected danger. The danger was made more manifest by the success of 4 natives at once. There was mourning throughout Anglo-India and the Scholarships were hastily withdrawn. There was previously an attempt made to pluck one of the natives if possible by raising the age question but the attempt failed and it was ruled that if a native wishes to appear in the Civil Service examination he must provide himself with a certificate of his age from a European. It is very well known upon what foundations the State scholarships were withdrawn; a promise was then held out that the natives deserve some consideration and those amongst them who proved themselves fit would be raised in the ranks of the Civil service without any exami nation at all. This promise was made by a nation who find lying inherent in us and that promise has not been kept though more than 5 years have passed since the promise was made. We believe our countrymen very well remember the practical joke played upon the natives by His grace the Duke, who aspired to enter the [illegible] Civil service. When the candidates reached England it was announced that no examination would be held that year, but when they left the country the examination was suddenly announced.

Newspapers are said to be the organs of public opinion, and if that be so, we viewed with dismay the sentiments that appeared in the English Press after the success of the native candidates. It was said by one that if natives thus enter into the service it is better for the English to leave the country. A correspondent of an English paper said that this was a new danger against which the Government must provide. In short there was a wail in the ranks of Anglo-Indians; the more intelligent muttered their curses between their teeth and the foolish gave went to their grief and disappointment by loud invectives. Such is the feeling of our ruler as regards the aspiraton of natives for higher posts. Such men sat as Judges upon the conduct of Shurendra Nath. What may be their individual feeling regarding the natives we know not, but we clearly, distinctly and without a shadow of doubt know the feeling of the nation to which they belong. Shurendra Nath suffers because he is guilty says the European. Shurendra Nath suffers because he entered the Civil Service, says the native. Shurendra Nath's guilt was found by three experienced commissioners says the European. The native Civil servants are hated by all Englishmen and they will not leave any means untried to exclude them from service, exclaims the native and he offers you proofs.

বিজ্ঞাপন।

আগামী এক হাজার আট শত চোয়াত্তর সালে র ৩েরই জূন শনিবার বৈকাল বেলা আড়াইটার সময় বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়ামের এলাকাধীন হাইকোর্ট অব জুডিকেচারের অর্ডিনারী ওরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকসনে রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কোর্ট হাউসে তাহার সেল রুমে এক হাজার আট শত বায়াত্তর সালের ৪০১ নম্বরের মকর্দ্দমার ডিক্রি অনুসারে যাহাতে এক হাজার আট শত বায়াত্তর সালের বারই ডিসেম্বর তারিখে চৈত লাল বাদী এবং বল্লব দাস প্রতিবাদী থাকে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, অর্থাৎ সমুদয় পাকা গাথনির বাড়ী কিম্বা বাসোপযোগী গৃহ সমেত উহার সামীল সংলগ্ন জমি যাহা ষ্টিমেট দ্বারা কম বেশ এক বিঘা উনিশ কাটা আট ছটাক স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাড়ীর সাবেক নম্বর ৪১। ৪২ ছিল এবং এক্ষণ ৩৭ ও ৩৮ হইয়াছে এবং উহা কলিকাতা সহরের অন্তর্গত আরমেনিয়ান ষ্ট্রিটে স্থিত। উহার চৌহদ্দির বিষয় নিম্নে বিস্তার করিয়া লেখা যাইতেছে, অর্থাৎ উহার দক্ষিণে আরমেনিয়ান ষ্ট্রিট নামক রাস্তা, পশ্চিমে পচাগলি, উত্তরে রাম সেবক মালিয়ার প্রজার জমি এবং পূর্ব্বে গোবিন্দ চন্দ্র ভড ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রজার বাড়ি।

যাহারা বাড়ী খরিদ করিতে চান তাহারা উহা খরিদ করিবার পূর্ব্বে উহার স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ দেখিবেন।

স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলের চুম্বক এবং বিক্রয়ের নিয়ম সমুদায় হাইকোর্টের অরিজিনাল জুরিসডিকসনের রেজিষ্ট্রারের আফিসে কিম্বা কলিকাতার অন্তর্গত ওল্‌ড পোষ্টাফিসের ২ নং বাদীর আটর্নি ট্রটাটম্যান, চাটুর্য্যে এবং ওয়াটকিন্সের বাটিতে বিক্রয়ের পূর্ব্বে যে সময় হয় দেখিতে পাইবেন এবং বিক্রয়ের সময়ও উহা প্রদর্শিত হইবে।

কলিকাতা
হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের আফিশ
১৮ মে। ১৮৭৪

আর বেল চেম্বার্স
রেজিষ্ট্রার।

সংবাদ।

—টুগুলায় ইতি [illegible] ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গবর্ণ- [illegible] প্রস্তর নষ্ট করিয়াছে।

—আমেরিকায় একটি অট্টালিকায় ৫০০ কুটুরি আছে। উহাতে একটী বৃহদাকার ঘড়ি আছে, ও তাহার পাঁচ শতটি মুখ। প্রত্যেক কুটুরির দিকে এক একটি মুখ রহিয়াছে।

—বিলাতি এক খানি পত্রিকা বলেন যে রুসিয়া ও প্রুসিয়া জুঠিয়া অতি সত্বরই তুরস্ক আক্রমণ করিবে। রুসিয়ার অত্যন্ত টাকার দরকার, প্রুসিয়া গবর্ণমেণ্টও ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন, এদিকে তুরস্ক ধনী ও দুর্ব্বল, সুতরাং এটি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যদি প্রকৃতই তুরস্ক আক্রমণ করা হয় তবে সমুদায় ইউরোপে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।

—সুয়েজ প্রণালী খনন করিতে১৩৭৭৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার আট কোটী টাকা সেয়ার খুলিয়া সংগৃহীত হয় এবং বাকি টাকা কর্জ্জ করা হয়।

—বর্ত্তমান বর্ষ ধরিয়া ইংলণ্ডে চারি শত বৎসর হইল প্রথম মুদ্রা যন্ত্র আনা হয়। ইংলণ্ডের প্রধান ২ কম্পোজিটারেরা আগামী জুন মাসে এই নিমিত্ত একটী মহোৎসব করিবে।

—আমেরিকায় সম্প্রতি যে স্ত্রীলোক গণনা করা হয় তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে বিস্তর স্ত্রী কৃষক, পাঁচ জন নাপিতিনী, ২৪ জন দন্ত চিকিৎসক, তিন জন শিকারী, ৫ জন উকীল, ৫৪৫ জন চিকিৎসক, ৯৭ জন পাদরী, ৩৩ জন বন্দুকের ব্যবসায়ী, সাত জন বারুদের ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য নানা বিধ ব্যবসায়ে স্ত্রীলোক নিযুক্ত আছেন।

—মফস্বলের হুজুরদের অত্যাচার শুনিয়া ২ কর্ণ [illegible] হইয়া গেল। সম্প্রতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে একটি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কথের ঠাকুর তাহার স্ত্রীকে অন্তস্বত্বা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার বিস্তর সম্পত্তি এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তেই ৮৪ হাজার টাকা থাকে। আহামাদাবাদের কলেক্‌টর ঠাকুরের মৃত্যুর পরই এই টাকা ক্রোক করেন। কোন্ আইন অনুসারে তিনি ক্রোক করিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিছু দিন পরে ঠাকুরের স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করিলেন। যখন তাহার প্রসব বেদনা হইয়াছে সেই সময় কলেক্‌টর কতক গুলি লোক দ্বারা তাহার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলেন। অবশেষে তিনি রটনা করিয়া দেন যে ঠাকুরের স্ত্রীর সন্তান প্রসব করা সমুদয় মিথ্যা। ঠাকুরের স্ত্রী উক্ত ৮৪ হাজার টাকা পাইবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কায়মনোবাক্যে মকর্দ্দমার যোগাড় করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হাইকোর্ট বাদিনীর দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং কলেকটর সাহেবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছেন। সুরেন্দ্র নাথকে একটি তুচ্ছ কারণে বরতরফ করা হইল কিন্তু এই রূপ অত্যাচারী এক জন ইংরেজ হাকিমকে শুদ্ধ একটু তিরস্কার করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া হইল। ইংরেজী বিচার স্বতন্ত্র জিনিস!

—আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেন :—"প্রায় এক সপ্তাহ হইতে আমহষ্ট ষ্ট্রীটে জল দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে পথিক এবং অধিবাসীদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। মধ্যাহ্ন এবং সায়ংকালে ঘরের বাহির হওয়া যায় না, এই রাস্তার উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে রীতি মত জল দেওয়া হয় কিন্তু মধ্য খানে জল দেওয়া হয় না। আমাদিগের নিকটে কতিপয় শুক্ল বর্ণ পাদরী সাহেবও বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া আমাদিগের সঙ্গে অকাতরে ধুলা খাইতেছেন। গৃহস্থদিগের গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিবার যো নাই, রাখিলে পর মুহর্ত্তকের মধ্যে ঘর ধুলাতে পরিপূর্ণ হয়। আমরা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট প্রার্থনা করি যে এই রাস্তাটিতে জল দেয়ার আদেশ করিয়া পথিক এবং অধিবাসীগণকে অন্ধকারে পথ চলা এবং ধুলি হইতে রক্ষা রুকন।"

—জারমেনির অন্তর্গত ক্যাসেল নামক স্থানে একটি বৃক্ষ পুস্তকালয় আছে। এই রূপে সেখানে পাঁচ শত পুস্তক আছে। বৃক্ষ পুস্তক কা হাকে বলে? বলিতেছি। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা বৃক্ষের ত্বক দ্বারা বান্ধা, ও তাহার নিচে ঐ বৃক্ষের কাষ্ট, উপরে প্রাচীন বৃ[illegible] নিম্নে, নবীন বৃক্ষের কাঠ। পুস্তক খুলিলে এক[illegible]হিম হয়। [illegible] ঐ বৃক্ষে[illegible] ফল এবং শুষ্ক পাতা দেখা যায়।

—টিনেবিলিতে এক রূপ নূতন পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। দেশীয়েরা ইহাকে "জল খাওয়া" ব্যারাম বলে। পীড়ার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দ্বিতীয় অবস্থায় অত্যন্ত জল পিপাসা হয় এবং তৃতীয় অবস্থায় রোগীর আমাসা হয়। ডাক্তারেরা অনুমান করেন যে কদর্য্য জল পান এই পীড়ার উৎপত্তির কারণ।

—বরদার গুইকারের অদৃষ্টে এবার কি আছে বলা যায় না। তাহার চরিত্র অনুসন্ধানার্থ যে কমিসন বসে তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণর জেনারেল পাঠ করিয়া গুইকারকে তারে সংবাদ দিয়াছেন যে জুন মাসের মধ্যে তিনি যদি আত্ম পক্ষ সমর্থন না করেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে এক রিজোলিউসন বাহির হইবে।

—গত ১৩ই মে নলহাটি রেলওয়েতে একটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। নলহাটি হইতে বৈকাল বেলা আড়াইটার সময় আজিমগঞ্জ মুখ যে ট্রেন ছাড়া হইয়া থাকে উহা আট মাইল গমন করিয়াছে এমন সময় ড্রাইভার পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া দেখে যে এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর জানালা হইতে ধূমা বহির্গত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হয় এবং সে গাড়ী চালান বন্ধ করিয়া পুনরায় পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। গাড়ী হইতে কতক গুলি লোককে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া ড্রাইবার সেই মুখে দৌড়িয়া যায় এবং দেখে এক খানি থার্ড ক্লাস গাড়িতে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। গাড়ীর-দ্বয়ার খোলা ছিল এবং পালে ২ উহা হইতে আরোহীগণ বহির্গত হইতে লাগিল। ড্রাইবার জলন্ত [illegible]ড়ী খানি কাটিয়া অন্যান্য গাড়ী গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। তদন্তর সে বখরা ষ্টেসনে গিয়া নলহাটী টেলিগ্রাফ করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু গাড়ীর আগুনে তার গলিয়া যাওয়ায় টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইতে পারেনা। কিছুক্ষণ পরে আর এক খানি থার্ড ক্লাস গাড়ীতে আগুন লাগে এবং সে খানিও পুড়িয়া যায়। নলহাটী একজন লোক হাটিয়া গিয়া স্মিথ সাহেবকে সংবাদ দেয় যে ট্রেনে আগুন লাগিয়াছে এবং তিনি ঠেলা গাড়িতে চড়িয়া আসিয়া দেখেন গাড়িগুলা সমুদায় পুড়িয়া গিয়াছে। কয়েক জন আরোহী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। এক জনের বাঁচা সন্দেহ। ট্রেনে কি করিয়া আগুন লাগিল তাহার অনুসন্ধান হইতেছে।

—মান্দালাতে এক জন কাফ্রি নৌকা হইতে জলে পতিত হয়। সার্প সাহেব তাহাকে উঠাইতে যান। কিন্তু সে সার্প সাহেবকে সম্মুখের দিকে টানিয়া ধরাতে তিনিও জলে পতিত হইয়া জলমগ্ন হন। উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরেন এবং উভয় উভয়ের সাহায্য লইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে দুজনই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। ইহাদের শব উঠাইয়া দেখা যায় যে পরস্পরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া ছিল এবং উভয়ের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

—মান্দ্রাজে একটি মকর্দ্দমা হইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালোরের কয়েক জন সৈনিক পুরুষ লিপ্ত আছেন। ইহাদের নামে এই রূপ নালিশ করা হইয়াছে যে ইহারা একটি পল্লিগ্রাম লুঠ করেন এবং তাহাতে খুনও হয়। গত ৮ই মে উভয় পক্ষের সাক্ষী জবানবন্দি শেষ হইয়া যায় এবং জুরিদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাদের মধ্যে মত ভেদ হয় এবং প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক হয়। অবশেষে জুরিরা বলেন তাহারা এক মত হইতে পারেন না এবং পুনরায় জুরি নির্ব্বাচনের আদেশ হইয়াছে।

—মান্দালাতে রেবারেণ্ড মার্কস নামক এক জন খৃষ্টান মিসনারী বাস করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লেখেন এবং উহা পাঠ করিয়া ব্রহ্মের রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি পাদরী সাহেবকে তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং এরূপও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি মান্দালাতে থাকিলে তাহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা। পাদরী সাহেব তাহাতে এই উত্তর দিয়াছেন যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে রক্ষা করিবেন। অনেক সময় অপর দেশের সহিত ইংরেজদের বিবাদ বাধাইয়া দিবার মুল পাদরীরা।

—শুদ্ধ আমাদের পোষ্টাফিশে নয় ইংলণ্ডের পোষ্টাফিশেও মাঝে২ ভয়ংকর গোলমাল হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল লণ্ডন হইতে অন্যূন ত্রিশ খানি পত্র আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছে কিন্তু ঐ পত্র গুলি ইউরোপের কয়েক স্থানে প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল। নিউইওর্ক ট্রিবিউন বলেন যে পত্র গুলির শিরোনাম এরূপ স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে যে উহা কেন আমেরিকায় প্রেরিত হইল ভাবিয়া স্থির করা যায় না। এক খানির শিরোনামে "নরফোক" লেখা রহিয়াছে এবং উহা নিউইওর্কে প্রেরিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ড ও আমাদের পোষ্টাফিশে একটু বিভিন্নতা আছে। এই ঘটনার দরুন ইংলণ্ডে হুলুস্থুল বাধিয়া গিয়াছে, আমাদের এখানে এরূপ ঘটনা প্রায় প্রতি দিন হইতেছে এবং লোকে উহা দেখিয়াও দেখে না।

—কিছু দিন হইল কলিকাতার স্মল কজ কোর্টে একটি গুরুতর মকর্দ্দমার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এক জ[illegible] সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিবার সময় ইংল[illegible] হইতে এক জন চাকর সঙ্গে করিয়া আনেন। জাহাজে

মধ্যে চাকর ভারি বিয়াদবি করে। সে তাহার প্রভুর বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিত এবং তাহার বালিশ ও কম্বল ব্যবহার করিত। প্রভু ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে কয়েকটি ঘুসি মারেন ও কর্ম্ম হইতে জবাব দেন। কালপি নামক স্থানে এই ঘটনা হয়, সেখানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলে তাহাকে বন্য জন্তুতে আহার করিয়া ফেলিবে এই ভয়ে প্রভু পুনরায় তাহাকে কাজ কর্ম্ম করিতে বলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া প্রভু তাহাকে আর গ্রহণ করেন না এবং কালপি হইতে কলিকাতায় আসিতে যে কয়েক দিন লাগিয়া ছিল সে কয়েক দিনের মাহিআনা তাহাকে দেন না। চাকর স্মল কজ-কোর্টে নালিশ করে। জজ চাকরের দাবি গ্রাহ্য করিয়া এইরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে চাকরের দোষ সাব্যস্ত হইয়া গেলে যদি তাহার পর তাহাকে এক দিনের নিমিত্তও রাখা হয় তবু তাহাকে ঐ এক দিনের বেতন দিতে হইবে। এই মকর্দ্দমা সূত্রে চাকর মুনিব সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিছ। মুনিব চাকরকে জরিমানা করিতে পারেন কিনা উহা আদালতে গ্রাহ্য হয় কিনা। স্মল কজ কোর্টের দের এই সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করা আবশ্যক।

—কর্ণেল মনি নানা বিধ অকর্ম্মণ্য আবর্জ্জনা হইতে প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিছু দিন তিনি ফলের খোসা হইতে উত্তম গ্যাস প্রস্তুত করেন। আপাতত তিনি খোইল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিতেছেন। বেণ্টিক ষ্ট্রিটের টমসন কোম্পানির গৃহে যে গ্যাস জ্বলিয়া থাকে উহা খোইল হইতে প্রস্তুত। কর্ণেল মনি বলেন যে খোইল এদেশে প্রায় কিছুতেই ব্যবহার হয়না সুতরাং ইহা হইতে গ্যাস বাহির করিলে অনেক সস্তা হইতে পারে। এটি কর্ণেল সাহেবের ভুল, কারণ গোরুর খোরাকির নিমিত্ত খোইল এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং পাথুরে কয়লা অপেক্ষা খোইলের দাম বেশী।

—কিছুদিন হইল দারজিলিং কমিসেরিয়াট আফিসে তহফীল তছরূপ হয়। এক জন বাঙ্গালী বাবুকে সন্দেহ করিয়া আসামী করা হয়। বিচারপতি বাঙ্গালী বাবুর কোন দোষ না দেখিয়া তাহাকে খালাস দেন। তাহার কতক মাহিআনা পাওয়ানা ছিল তাহাও তিনি পাইয়াছেন এবং যে টাকা তছরূপ হইয়াছে তাহা ইন চার্জ্জ একসকিউটীব আফিসরের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইতেছে। এই আফিসর এক্ষণ ছুটি লইয়া বিলাতে আছেন, কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াই বাঙ্গালী বাবুকে পুনরায় আসামী করিয়া মকর্দ্দমা করিবেন। বাঙ্গালী বাবু একবার খালাস পাইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আবার ফৌজদারী মকর্দ্দমা করা কম অত্যাচারের কথা নয়। পূর্ব্বে এক বার অব্যাহতি পাইলে কাহার বিরুদ্ধে আর নালিশ চলিত না, কিন্তু ষ্টিফেন সাহেব নূতন ফৌজদারী আইন করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন।

—মান্দ্রাজে সম্প্রতি যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহাতে লওয়ের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। জলোচ্ছ্বাসিত হ- দুটি বৃহৎ সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং উহা ংস্কার করিতে বিস্তর ব্যয় ও সময় লাগিবে। ঝড়ের ময় এক খানি ট্রেণ গমন করিতে ছিল, কিন্তু ঝড়ের বগ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া উহা পথের াঝামাঝি রাখা হয় এবং ইতি মধ্যে একটি পুল ভাঙ্গিয়া য়। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদয় উৎপাটিত হইয়াছে বং সহস্র সহস্র পশু, পক্ষী, গো, মেষ, ছাগাদি নষ্ট য়াছে। অনেক গুলি জাহাজও জল মগ্ন হইয়াছে। স্তর চাউলের নৌকা মারা গিয়াছে। এই দুঃসময়ে শোচনীয় ঘটনা বিশেষ দুঃখের বিষয়।

—রুসিয়া সম্রাট ইংলণ্ড পরিদর্শনার্থ লণ্ডনে অগমন য়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে বিশেষ আদরের স- গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ একটি প্রকাণ্ড দেওয়া হয়।

র্ড ডারবি পারলিয়ামেণ্টে একটি বক্তৃতা করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে কাবুলের স্বাধীনতা যে গতিকে হয় রক্ষা করিতে হইবে। কাবুলের বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্র ধারণ করিলে ইংরেজেরা তদ্দণ্ডে কাবুলের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। কাবুল পর হস্তগত হইলে ইংরেজেরা ভারতবর্ষ রাখিতে পারিবেন না। এ যাবৎ ইংরেজেরা কাবুলের মৌখিক সখা ছিলেন, এখন তাহারা আন্তরিক বন্ধু হইলেন কারণ কাবুলের মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত তাহাদের বিশেষ স্বার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। ইংরেজেরা খুব মহৎ।

—আমেরিকার চিলিয়ান গবর্ণমেণ্ট এক খানি ইংরেজী জাহাজের কাপ্তেনকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইংরেজেরা মহা গণ্ড গোল আরম্ভ করিয়াছেন। সকল স্থলে মেঘ যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।

—লক্ষ্ণৌয়ে জজ আদালতে একটি গুরুতর মকর্দ্দমা হইতেছে। মাম্মুদাবাদের তালুকদার রাজা আমির হোসেন খাঁ আসিষ্টাণ্ট কমিশনার উইলিয়মস সাহেবের নামে এক লক্ষ টাকার দাবি দিয়া হুরমৎ বাহার নালিশ করিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট কমিশনার তাহার বাৎসরিক রিপোর্টে রাজাকে জালিয়াৎ, জুয়াচোর, বদমায়েস ইত্যাদি বলিয়া গালি দেন এবং ঐ রিপোর্ট মুদ্রিতও করিয়াছেন।

—আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপটনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল বাহাদুর প্রাণে প্রাণে বিলাত পৌছিয়াছেন। তিনি পৌছিয়াই ষ্টেট সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিতে যান।

—একজন ইংরেজ আক্ষেপ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইংরেজরা ঘোর বাবু হইয়া উঠিতেছেন। ইংরেজ সৈনিক পুরুষেরা এক্ষণ উত্তম ব্যারাক না হইলে বাস করিতে পারেন না, তাহাদের পাখার বাতাস খাইতে হয় এবং তাহাদের গৃহ সকল জলসিঞ্চন দ্বারা সুশীতল করা চাই। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের এ সকল হাঙ্গাম ছিল না। তাহারা ভারতবর্ষের রৌদ্র গ্রাহ্য করিতেন না, বৃক্ষতলায়ও শয়ন করিয়া থাকিতেন এবং গ্রীষ্ম কালের দুই প্রহরের সময়ও তাহারা যুদ্ধ করিতে ক্লান্ত বোধ করিতেন না। ভারতবর্ষের জলবায়ু ইংরেজদের শরীরে প্রবেশ করিয়া যে তাহাদিগকে ক্রমে হীনবল করিতেছে তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যাইতেছে।

—মান্দ্রাজে ঝড় হইয়া যে চাউল জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহা উঠাইয়া সহরের মধ্যে বিক্রিত হইতেছে। উহা পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ হইয়াছে। অনেকে আশংকা করিতেছেন এই চাউল ভক্ষণ করিয়া বিস্তর দরিদ্র ব্যক্তি পীড়াগ্রস্থ হইবে।

—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে কুকুর পালে পালে খেপিয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই। ইহারা যাহাকে দংশন করিতেছে তাহারই মৃত্যু হইতেছে। মিউনিসিপালিটিগণ এই কুকুর গুলিকে বধ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

—বোম্বাইয়ে আর এক জন ইংরেজ আত্ম হত্যা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার স্ত্রী অনেক গুলি টাকা অপব্যয় করেন এবং এই নিমিত্ত পরস্পরে ঝকড়া বাধিয়া যায়। রাত্রে সাহেব বন্দুকের গুলি খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। মরিবার পূর্ব্বে তিনি তাহার মাতাকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়া যান "মা আমি চলিলাম। আমাকে ক্ষমা করিও। আমার ভাই বোনকে বলিবা যেন তাহারাও আমাকে ক্ষমা করেন।" এখানকার ইংরেজদের মধ্যে আত্ম হত্যা রোগটী সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ঢাকা পরিভ্রমণ।

আপনি আমাকে বরাবরি ঢাকার পক্ষপাতী বলিয়া ঠাট্টা করেন। আমি পক্ষপাতী হইতে পারি। আপনি জানেন আমি একটু আহারাদি ভাল বাসি এবং বিচিত্র নাই যে ঢাকার পাতক্ষীর ও মালাইতে আমাকে কতক অনুগত করিয়া থাকিবে, তদ্ভিন্ন সেখানকার ভদ্র লোকেরা ধুম ধাম করিয়া নিমন্ত্রণ খাওইয়া থাকে। আমি ত এই নিমন্ত্রণ প্রিয়, আমারও শেষে ঢাকা হইতে নিমন্ত্রণের জ্বালায় পালাইয়া আসিতে হয়। আমি পূর্ব্বেও এক বার আপনাকে লিখি, এখনও আবার লিখিতেছি যে যদি বাঙ্গলা দেশে কখনও কোন রাজনৈতিক কি সামাজিক পরিবর্ত্তন হয়, তবে ঢাকা তাহার এক প্রধান ভার বহন করিবে। আমি যত বার ঢাকা দেখিয়াছি, তত বারই আমার আহ্লাদ হইয়াছে, আমার আশার সঞ্চার হইয়াছে। এ দিকে ঢাকা কলেজ যুবকদিগকে উত্তমরূপে উচ্চ শিক্ষা দিতেছে, ওদিকে বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন প্রভৃতি ডিপুটী ইনেস্পেক্টরগণ ক্যাম্বেলি পাঠশালা দ্বারা যত দূর উপকার হইতে পারে তাহার যত্ন করিতেছেন। কৈলাস বাবু ও বৈকুণ্ঠ বাবু দুই জনই অতি যোগ্য ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিয়াছেন। আবার বিক্রমপুরে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রেরও সমধিক উৎকর্ষ হইতেছে। ঢাকায় মুসলমানদের অত্যন্ত সম্মান এবং গবর্ণমেণ্ট সেখানে একটী মাদ্রাসা প্রস্তুত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এ উদ্যোগের পূর্ব্ব হইতেই ঢাকায় আরবি, পার্শি শিক্ষার চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। দেশ দেশান্তর হইতে মুসলমান বালকেরা এখানে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত হয়, সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা তাহাদের পাঠের ব্যয় বহন করেন। রাস্তায় প্রায় দেখা যায় মুসলমান বালকেরা পার্শির বয়ান আওড়াইতে আওড়াইতে গমন করিতেছে। বাবু দীননাথ সেনের উদ্যোগে ঢাকাতে একটি শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে সমুদয় ভদ্র লোকের ছেলেরা ছুতার ও কামারের ব্যবসায় শিক্ষা করে। দীন বাবু আপন ক্ষমতায় দুই একটী কল প্রস্তুতও করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় বিশেষ কোন বিঘ্ন না ঘটে, তবে দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি ষ্টিম এঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। আবার ঢাকায় ডনগির প্রস্তুত হইতেছে। এখানে প্রায় চারি শত ডনগির প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের কার্য্য শারীরিক বল বীর্য্যের উৎকর্ষ করা। ইহাদের এক এক জনকে দেখিলে জানা যায় যে, মনুষ্য শারীরিক শক্তির ও সুগঠনের কত দূর উন্নতি করিতে পারে। আপনি জানেন সেবার বেলেটীর বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার রায় সাত পুকুরে পালোয়ানি কুস্তি আমাদিগকে দেখান। ঢাকার আর এক জন বাবু কিশোরী মোহন রায়ের বাটীতেও ইহাদের কুস্তি দেখি। বেলেটীর জমিদারগণের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ আছে, এবং বৎসর ২ ইহার নিমিত্ত তাঁহারা বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে এই মহৎ কার্য্যের দ্বারা দেশের কত উপকার হইতেছে। আপনি বলবান সাহেব দেখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় ইহার এক জন ডনগির এই রূপ ৫ জন সাহেবকে ঘুসাইয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। ঢাকার ডনগিরদিগের উৎকর্ষের নিমিত্ত একটী নূতন প্রস্তাব হইয়াছে। ডনগিরের কুস্তি যাহারা দেখিবেন তাহাদের টিকিট ক্রয় করিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহার উৎপন্ন টাকা দ্বারা ডনগিরদিগকে পুরস্কার দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে। সম্প্রতি এইরূপ একটী উদ্যোগ হইয়া বিস্তর টিকিট বিক্রয় হইতেছে। ঢাকার এক জন ডাক্তার বাবু রামপ্রসাদ সেন (ইনিও একজন হাফ ডনগির) যত ডনগির পীড়িত হয় তাহাদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা করেন। তবে রাম প্রসাদ বাবুর বোধ হয় ইহাতে বিস্তর ব্যয় হয় না, কারণ ডনগিরদিগের নিকট কোন পীড়া ভয়ে অগ্রসর হইতে পারেনা। উপরিউক্ত বিষয় গুলি আপনি পাঠ করিয়া দেখিতে পাইবেন যে আমাদের দেশের উন্নতির নিমিত্ত যতগুলি উপকরণের প্রয়োজন ঢাকায় তাহার সব গুলিই আছে। আরও একটী আছে। ঢাকার লোকের জীবনী শক্তি এখনও সম্পূর্ণ দীপ্তমানা রহিয়াছে। পজিটিজিমের নৈরাশ ভাব এবং বিজ্ঞদিগের অনুৎসাহসূচক উপদেশ অদ্যাপি পদ্মা নদী পার হয় নাই। ঢাকায় হিতকরী সুভসাধিনী সভা হইতে পলিটিকেল এসোশিয়েসন পর্য্যন্ত আছে এবং সমুদয় গুলি জীবন্ত ভাবাপন্ন। দেশের দশ জন

ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেই শুনা যায় নানা সভার বিষয় আলোচনা হইতেছে এবং এ সমুদয়ের মধ্যে ঢাকার প্রায় প্রধান প্রধান সকলই আছেন। কমিশনারের আসিষ্ট্যাণ্ট অভয় কুমার বাবু একরূপ সমুদয় সভার অধিপতি। ইনি একটী আশ্চর্য্য লোক। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান আছেন, বুদ্ধিমান আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অভয় বাবু আছেন কি না সন্দেহ। দশবৎসরের বালকেরা কোন বিষয়ের উদ্যোগ করিতেছে সেখানে অভয় বাবু কর্ত্তা, আবার কোন গুরুতর বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইতেছে সেখানেও তিনি কর্ত্তা। ইনি কি মোহিনী মন্ত্র জানেন। ইহার নিকট সকল শ্রেণীর সকল রূপ বয়স্ক সর্ব্ব প্রকারের লোক অনুগত। ইনি সাহেবদিগের বন্ধু, বাঙ্গালিদিগের বন্ধু, ব্রাহ্মদের বন্ধু, হিন্দুদের বন্ধু, জমিদারের বন্ধু, প্রজার বন্ধু, ইহাঁর ন্যায় প্রসারিত হৃদয়, সহিষ্ণুতা, মহানুভাবকতা আর কাহার আছে কি না তাহা আমি জানি না। আমি ঢাকার অনেক গুলি সভা দেখিয়াছি। বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনও আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু অভয় কুমার দাস ইহার সভাপতি। ঢাকার সভার নাম শুনিলেই আপনি জানিবেন অভয় বাবু সভাপতি। হিতসাধিনী সভায় চারিটী বক্তৃতা হয়। সামাজিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা এবং কৃষিকার্য্যের অবস্থা। এরূপ চারিটী বক্তৃতা হইবে বলিয়া যদি আর কোন স্থানে কোন সভা আহুত হয় বোধ হয় সেখানে প্রায় কেহ উপস্থিত হন না এবং যদি কেহ যায় তবে সে স্কুলের ছাত্রেরা, কিন্তু আমি গিয়া দেখিলাম সভা লোকে পরিপূর্ণ এবং তাহার মধ্যে প্রধান২ ইংরাজ বাঙ্গালিও আছেন। সভাতে এক জন মৌখিক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। ঢাকায় অনেক বক্তা আছেন এবং দুই এক জন ইংরাজি ও বাঙ্গলায় এরূপ চমৎকার বক্তৃতা করেন যে তাহা শুনিয়া লোকে মোহিত হইয়া যায়। তবে কোন২ বক্তার যে কিছু২ দোষ আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সামাজিক বক্তৃতা প্রদান কালে বক্তা বল্লাল সেনকে অনেক গুলি গালাগালি দেন, কুলিনদিগকে যথোচিত কুৎসা করেন কিন্তু তাহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে বল্লাল সেন যে নিগূঢ় অভিপ্রায়ে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে তাঁহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া ভক্তির উদয় হয়। তিনি এই প্রণালীর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন বলিয়াই আমাদের সংসারে এত বিপর্য্যয় ও বিপ্লব সত্ত্বেও এখন দেখিতে পাই যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রধানত্ব করিতেছেন। বক্তা মহাশয়গণকে আর একটী কথা বলিব। বক্তাদিগের বক্তৃতা সম্বন্ধে যেরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে যদি সেই রূপ মহৎ ভাব সমুদয় তাঁহারা ব্যক্ত করিতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। যেরূপ হিতসাধিনী সভার কথা বলিলাম, ঢাকার এই রূপ সকল সভার সভ্যগণ সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং ইহাতে প্রধান২ লোকে অন্তরের সঙ্গে যোগ দেন। ঢাকার কলেজের ছাত্রেরা শুদ্ধ পুস্তকগত বিদ্যা শিখিয়াই ক্ষান্ত নন, যাহাতে শরীরের উৎকর্ষ হয় তৎপক্ষেও তাহারা বিশেষ মনোযোগী। শারীরিক বল বীর্য্য সম্বন্ধে তাহারা বিস্তর উন্নতিও করিয়াছেন। আমি ঢাকায় যে এক মাস ছিলাম তাহার মধ্যেই তাহারা দুই বার পুলিশকে প্রহার করে। ঢাকায় আবার অনেক গুলি প্রধান প্রধান জমিদার আছেন। আপনি তেওতার বাবু শ্যামা শঙ্কর চৌধুরীদিগের কীর্ত্তির বিষয় অবগত আছেন। ইহাদের বাটিতে যেরূপ সদাব্রত হয় এরূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম ঢাকার আরও অনেক জমিদারের বাটিতে এই রূপ সদাব্রত হইয়া থাকে। শ্যামশংঙ্কর বাবুর নিবাস পদ্মা নদীর কুলে। ইহাঁর পদ্মার কুলস্থ প্রজাদিগের প্রতি হুকুম আছে যে জলমগ্ন ব্যক্তিকে যে কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে তাহার নিকট হইতে কয়েক বৎসর তিনি কর গ্রহণ করিবেননা ও তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন এবং বৎসর বৎসর তাঁহার প্রজারা অনেক লোকের প্রাণরক্ষা করে। ভাওলের জমিদার বাবু কালি নারায়ণ রায় চৌধুরি বাহাদুরের কীর্ত্তির বিষয় আপনি অবগত আছেন এবং ইনি যাহা করেন সবই অকৃত্রিম ভাবে। বালিয়াটির জমিদারদিগকে আপনি কতক কতক জানেন। ইহারা ডনগির সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দেশের এক বিশেষ উপকার করিতেছেন। তদ্ভিন্ন ইহাদের আরও বিস্তর কীর্ত্তি আছে। বাবু কিশোরীমোহন রায় তাঁহার পিতার নামে একটী অপূর্ব্ব স্কুল সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের জমিদার বাবু শ্রীনাথ ও বাবু জানকি নাথ রায়কে বোধ হয় আপনি জানেন। ইহাদের কলিকাতায় যেরূপ মান এখানেও সেই রূপ। ইহাদের দান ধ্যান লোকে জানেনা, ইহারা নামের জন্যে কিছু করেন না, পরমাত্মিক ভাবে সকল কাজ করেন। সর্ব্বোপরি গণিমিয়া। ইহাঁকে রাজা বলুন, নবাব বলুন, বাদসা বলুন, সবই শোভা পায়। এত অর্থও কাহার নাই, এরূপ সদ্ব্যবহারও কেহ জানেনা। ইনি দুই পুরুষে বড় মানুষ এবং এরূপ স্থলে অনেকের ইহার উপর ঈর্ষা হওয়ার কথা কিন্তু ইহার সদ্গুণে সকলই বাধ্য। হিন্দু মুসলমান সকলেই ইহাঁকে সুখ্যাতি করেন। তবে ঢাকার গুটি কয়েক প্রধান দোষ আছে। এখানে উকীলেরা দলপতিনন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরাই দলপতি এবং ইহার নিমিত্তই রাজনৈতিক কোন রূপ উদ্যোগ হইলে তাহাতে তত কৃতকার্য্যতা দৃষ্ট হয় না। নিজ ঢাকায় যে সমুদয় ধনী আছেন তাহার মধ্যে দুই একজন ভিন্ন আর সমুদয় থাকা না থাকা সমান। জমিদারদিগের কথা আমি বলিনা কিন্তু উকিলদিগের এরূপ অপদস্ত থাকা নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বিশেষতঃ ঢাকায় যখন অনেকগুলি প্রধান প্রধান উকিল আছেন। ঢাকা প্রকাশের সম্পাদকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি খাস্য লোক। হিন্দুহিতৈষিণীর সম্পাদকের সঙ্গে দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার দেখা হয় নাই। ঢাকার লোকেরা তাঁহাকেও যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।

——

সমালোচনা।

ললিতা সুন্দরী—কাব্য। প্রথম সর্গ। শ্রী অধর লাল সেন বিরচিত। বোধ হইতেছে অধর বাবু চারি কলমে উতোর। কাব্য খানি বাঙ্গালায়, ইহাতে ইংরাজি আছে, দেব নাগরাক্ষরে সংস্কৃত আছে। আমাদের কবির রস বোধও আছে। যথা—

খেলে কুবলয় কোলে ভ্রমর নিকর,
কালিমা ভূষিত কিরে পীন---

অন্যত্র

প—রে ফুলহার—মনোহর বেশ
আমরি কেমন শোভা—সরেস—সরেস!

অন্যত্র।

বসিল সরসীতীরে প্রেমিক দম্পতী
চতুর চপল চাঁদ ললিতা বদন
——করিতে করে কর প্রসারণ,
পবন খেলিতে যায় পীন---
দেখিতে দেখিতে মরি অধরে অধরে,
————————আদরে।

আমরা পুস্তকখানি খুলিবা মাত্র উপরের কয়েকটী পদ দেখিতে পাইলাম। তাহাতেই বোধ হইল যে কবির কিঞ্চিৎ রস বোধ আছে। আমরা ললিতা সুন্দরীর আর পড়িলাম না। ইহাতে গ্রন্থকার হয় আমাদিগকে ধন্যবাদ দিবেন আর নয় মার্জ্জনা করিবেন। লেখা দেখিয়া বোধ হইতেছে গ্রন্থকার একজন তরুণ বয়স্ক। তাঁহাকে পরামর্শ স্বরূপ আমরা এই কথা বলি যে রস একটু পাক করিয়া না লইলে তাহাতে সন্দেশ বাঁধা যাইবে কেন?

——

আয়ুর্ব্বেদীয় শিশুচিকিৎসা। শ্রীযুক্ত রামমোহন কবিরাজ বিদ্যা বিনোদ প্রণীত। মুর্শিদাবাদ, আজীমগঞ্জ। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির জন্য আমরা কবিরাজ মহাশয়কে মনের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি তাহার গ্রন্থকার কি না আমাদের স্মরণ নাই কিন্তু কিছু দিন হইল মুর্শিদাবাদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ মতে গুর্ব্বিণী চিকিৎসা সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক প্রচারিত হয়। আমাদের কবিরাজি চিকিৎসায় ফলোপধায়কতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের জীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিবেন। বাস্তবিক ডাক্তারি ঔষধ সেবনে জ্বালাতন হইয়া আমরা কবিরাজের আশ্রয় লই এবং রোগমুক্ত হইয়া যাই। সুতরাং কবিরাজি মতে শিশুগণের চিকিৎসা করিতে পূর্ব্বে যাই থাকুন এখন আর কেহ সঙ্কুচিত হন না। দেশী মতে একখানী শিশু চিকিৎসার পুস্তকে আর একটী মহৎ লাভ আছে। পল্লীগ্রামে শিশুদিগের পীড়া হইলে পিতা মাতারা অনেক সময় বিব্রত হইয়া পড়েন। য়্যালপ্যাথী বা হোমিওপ্যাথী মতের এতাদৃশ পুস্তকে পল্লীগ্রামের লোকের কোন উপকারই হয় না। ঔষধ জানা থাকিলে কি হইবে রুবাব সেণ্টনাইন ভিরেট্রম, কুপ্র প্রভৃতি বিলাতী জিনিষ পল্লী গ্রামে প্রাপ্য নহে কিন্তু পেঁপুল, শুঁট, ধনের চাউল, মধু প্রভৃতি দ্রব্য আছে এমন গৃহস্তের বাড়ী নাই। এমতাবস্থায় আ[য়ু]র্ব্বেদ মতের এক খানি শিশু চিকিৎসার পুস্তক [লো]কের বিস্তর উপকারে আসিবে। আমাদের বিবেচনায় পুস্তকের মূল্য কিছু বেশী ধরা হইয়াছে। এক টাকার স্থানে আট আনা মূল্য করিলে ভাল হইত।

স্বর্ণলতা—উপন্যাস। ক্যানিং লাইব্রেরি, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। বাঙ্গলা গ্রন্থকারগণের দৌড় এখন কল্পনাজাত পুস্তকের দিকে। ইহাতে তাঁহাদের আমরা দোষ দেইনা। অন্যদিকে হস্ত চালনা করিতে তাঁহাদের আজি ও ক্ষমতা হয় নাই। কিন্তু কাব্য ও নাটক ব্যতীত উপন্যাসের পুস্তক আমরা বেশী দেখিতে পাইনা কেন? উপন্যাস লেখা নাটক ও কাব্য অপেক্ষা কি কঠিন না সে বিষয় আমাদের বিচার করার প্রয়োজন নাই। তবে বাঙ্গলায় ঢের নাটক হইয়াছে, ঢের কাব্য হইয়াছে, আমরা নাটক ও কাব্য পড়িয়া জ্বালাত[ন] হইয়া গেলেম। এখন একখানি উপন্যাসের পুস্তক পাইলে তাহা আমরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠকরি। অবশ্য ২।১ বৎসরের মধ্যে আমরা উপন্যাস পড়িয়া২ জ্বালাতন হইব। বঙ্গ দর্শনের দেখাদেখি দেশময় মাসিক পত্র প্রচার হইয়া পড়িয়াছে এবং মাসিক পত্রে একটি২ উপন্যাস থাকা যেন উহার জীবন। কিন্তু এখন এক খানি উপন্যাসের পুস্তক পড়িয়া আমরা যেন কিছু বিরাম লাভ করি। স্বর্ণলতা পাঠ করিয়া আমরা একটু বিরাম পাইয়াছি। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা এইরূপে জ্বালাতন হইয়াছেন তাহারা স্বর্ণলতা পড়িয়া একটু বিরাম লাভ করিবেন।

কিন্তু স্বর্ণলতা নিজ গুণেই আদরণীয় হইবে। স্বর্ণলতার গ্রন্থকার যে এক জন উচ্চদরের চিত্রকর তাহা ... ২ চিত্রের অবয়ব আমরা বলিতে পারিনা। তিনি কোন ... নাই, কো... টানিয়াছেন, কিন্তু চোখ মুখ দিতে পারেন ... যায়গায় রং ফলাইতে পারেন নাই। কোন কোন চি[ত্রে] একরূপ অবয়ব আঁকিয়া অন্য রূপ টানিয়া ফেলিয়াছে[ন]। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্বর্ণলতার অনেক গুলি গুণ আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি। গো[পা]ল ও স্বর্ণলতার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চারে কিছু নূতন নাই। আমরা বলিতে কি স্বর্ণলতা উপন্যাসে ন[ায়ক] নায়কীর পক্ষ পাতী নহি। গ্রন্থকার পল্লীগ্রাম[ের] বাঙ্গালী পরিবারের যে একটি চিত্র দিয়াছেন অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রমদা, প্রমদার মাতা, স... শ্যামা ও শশিভূষণের চিত্রে গ্রন্থকার বেশ ক্ষমতা [প্রদ]র্শন করিয়াছেন। গদাধরচন্দ্র ও নীলকমল আ... ভাল লাগে নাই, সরলার মৃত্যু সাধন করা আ... প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চ[ট্টো]য্যের গলি ২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্প[তিবার] শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।